১.৪ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বা পরিধি

The province or Scope of Ethics

প্রত্যেক বিজ্ঞানের নিজ নিজ আলোচ্য বিষয় থাকে। যেমন, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ইত্যাদি। প্রত্যেক বিজ্ঞান নিজ নিজ আলোচ্য বিষয় এবং তার সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। নীতিবিদ্যাও, অপরাপর বিজ্ঞানের মতো, কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ঐ সব আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নীতিবিদ্যার পরিসর বা পরিধি। নীতিবিদ্যার পরিসরের অন্তর্গত কয়েকটি মুখ্য বিষয়ের উল্লেখ করা গেল ঃ

(১) নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় **আচরণ**। 'আচরণ' বলতে বোঝায় মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম অর্থাৎ ঐচ্ছিক-ক্রিয়া (*Voluntary action*)। **কেবল ঐচ্ছিক-ক্রিয়াই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।** স্বেচ্ছাকৃত

কর্মের স্বরূপ কি ? স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বা ঐচ্ছিক-ক্রিয়ার সঙ্গে অনৈচ্ছিক-ক্রিয়ার (*Non-voluntary action*) পার্থক্য কিরূপ ?—এ জাতীয় প্রশ্নও নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(২) নীতিবিদ্যা আচরণ সংক্রান্ত **আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান** (*Normative science*)। যা বাস্তবে ঘটে তাকে বলে 'তথ্য' (*fact*)। আদর্শ হল যা ঘটা উচিত। মানুষ ক্ষেত্রবিশেষে মিথ্যা কথা বলে। এটা বাস্তব ঘটনা বা তথ্য। কিন্তু মানুষের সত্য কথা বলা উচিত। তথ্য ও বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান অনতিক্রম্য। আদর্শ কখনই বাস্তবে পুরোপুরি রূপায়িত হতে পারে না। **নীতিবিদ্যা কোন এক চরমতম নৈতিক আদর্শের প্রেক্ষিতে মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে**—আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব নির্ধারণ করে। নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে আমাদের, সাধারণ মানুষের, ধারণা থাকলেও তা কোন সুস্পষ্ট ধারণা নয়। নীতিবিদ্যা নৈতিক আদর্শের ধারণাটিকে সুস্পষ্ট করতে চায়—চরমতম নৈতিক আদর্শের স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়। নীতিবিদ্‌দের মধ্যেও এই চরমতম নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে কোন ঐকমত্য নেই। মিল (*Mill*) প্রমুখ প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ **সুখকেই** (*pleasure*) মানবজীবনের চরমতম নৈতিক আদর্শ বলেছেন। জার্মান দার্শনিক কান্ট (*Kant*) একটি **সার্বত্রিক বিধিকেই** (*Universal Law*) পরমাদর্শ বলেছেন। হেগেল (*Hegel*), গ্রীণ (*Green*), ব্রাড্‌লে (*Bradley*) প্রমুখ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ আত্মোপলব্ধি (*self-realisation*) বা জীবনের **পরিপূর্ণতাকে** (*perfection*) মানবজীবনের চরমতম লক্ষ্য বলেছেন। **মানবজীবনের পরমাদর্শ কি সুখ অথবা কোন এক বিধি অথবা আত্মোপলব্ধি, অথবা এদের সবগুলিই, অথবা অন্য কিছু—এ প্রকার তাত্ত্বিক আলোচনাও নীতিবিদ্যার পরিধির অন্তর্ভুক্ত।**

(৩) আচরণের নৈতিক-বিচার প্রসঙ্গে **নীতিবিদ্যা ঐ নৈতিক-বিচারের স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়।** 'নৈতিক-বিচার' (*moral judgment*) বলতে কি বোঝায় ? নৈতিক-বিচারের **কর্তা** (*subject of moral judgment*) কে ? নৈতিক-বিচারের প্রকৃত **বিষয়** (*object of moral judgment*) কি ? নৈতিক-বিচারের বিষয় কি কার্যফল (*consequence*), না উদ্দেশ্য (*motive*), না অভিপ্রায় (*intention*) ? নৈতিক-বিচারের **বৃত্তি** (*faculty of moral judgment*) কি এবং ঐ বৃত্তির স্বরূপই বা কি ? নৈতিক-বিচারের আলোচনা প্রসঙ্গে নীতিবিদ্যা এসব প্রশ্নগুলিও আলোচনা করে।

(৪) নৈতিক-বিচারের সঙ্গে যে বাধ্যতাবোধ (*sense of obligations*) জড়িত থাকে, **নীতিবিদ্যা সেই বাধ্যতাবোধের স্বরূপও নির্ধারণ করতে চায়।** যাকে আমরা 'সুকর্ম' মনে করি সেই কাজটি সাধন করার এবং যাকে 'দুষ্কর্ম' মনে করি সেই কাজটি সাধন না করার একটা তাগিদ যেন আমরা অন্তর থেকে অনুভব করি। সুকর্ম ও দুষ্কর্মের প্রতি অন্তরের এই তাগিদকেই বলে 'নৈতিক বাধ্যতাবোধ'। নীতিবিদ্যা এই নৈতিক বাধ্যতাবোধের স্বরূপ নির্ণয় করতে চায়।

(৫) নৈতিক শুভাশুভ বা ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়কে **পূর্বস্বীকৃতি** বা **স্বীকার্যসত্যরূপে** (*presupposition or postulate*) গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানের এমন কিছু স্বীকার্যসত্য থাকে যাদের ঐসব বিজ্ঞান বিনা প্রমাণে স্বীকার করে। জড়বিজ্ঞান বিনা প্রমাণে জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে। মনোবিজ্ঞান বিনা প্রমাণে মনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। নীতিবিদ্যারও এমন কয়েকটি স্বীকার্যসত্য আছে। যেমন, কোন ব্যক্তির আচরণের নৈতিক-বিচার প্রসঙ্গে নীতিবিদ্যা মেনে নেয় যে তার (ক) **ব্যক্তিত্ব** (*personality*) আছে, (খ) **বুদ্ধি ও বিচারশক্তি** (*intellect & reason*) আছে, এবং (গ) **ইচ্ছার স্বাধীনতা** (*freedom of will*) আছে। **নীতিবিদ্যা এসব স্বীকার্যসত্য নিয়ে আলোচনা করে এবং তাদের স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়।**

(৬) নীতিবিদ্যা **নৈতিক ভাবাবেগ** (*moral sentiment*) ও **নৈতিক বিচারশক্তি বা নৈতিক-বিচারের বৃত্তি** (*moral faculty*) নিয়েও আলোচনা করে। সৎকাজ সমাজে প্রশংসিত হয়, অসৎকাজ নিন্দিত হয়। সৎকাজ মানুষের মনে সন্তোষ সঞ্চার করে, অসৎকাজ অসন্তোষের কারণ হয়। সৎকাজ ও অসৎকাজের প্রতি আমাদের এইপ্রকার মনোভাবকেই **'নৈতিক ভাবাবেগ'** বলে। নীতিবিদ্যা এই নৈতিক ভাবাবেগের স্বরূপ নির্ণয় করতে চায়, নৈতিক-বিচারের সঙ্গে নৈতিক ভাবাবেগের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে চায়। আবার, স্বেচ্ছাকৃত কর্মের

নৈতিক-বিচারের ক্ষেত্রে নৈতিক-বিচারশক্তির বা **'নৈতিক-বিচারের বৃত্তির'** প্রয়োজন হয়। এই নৈতিক-বিচারের বৃত্তিকে **'বিবেক'** ও (*conscience*) বলা হয়। **নীতিবিদ্যা নৈতিক-বিচারের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বিবেকেরও স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়।**

(৭) নীতিবিদ্যা **সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। কাজেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধও** নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। সমাজে বসবাস ক'রে কোন ব্যক্তি অপরের স্বার্থবিরোধী কাজ করলে সে অপরাধীরূপে শাস্তিযোগ্য হয়। অপরাধ এক প্রকার **সামাজিক ব্যাধি** (*social evil*)। এই সামাজিক ব্যাধির মূল কি ? অপরাধীকে শাস্তি দেবার নৈতিক ভিত্তি আছে কি ? নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধীর প্রাণদণ্ড কি সমর্থনযোগ্য ? —সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ আলোচনা প্রসঙ্গে নীতিবিদ্যা এজাতীয় প্রশ্ন নিয়েও আলোচনা করে।

(৮) **সর্বোপরি,** নীতিবিদ্যা বিভিন্ন নৈতিক প্রত্যয়ের, 'ভাল-মন্দ', 'শুভ-অশুভ', 'কল্যাণ-অকল্যাণ', 'ন্যায়-অন্যায়', 'উচিত-অনুচিত' ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণের সুস্পষ্ট অর্থ নির্ণয় করতে চায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এসব নৈতিক বিশেষণগুলি প্রায়শই ব্যবহার করলেও ঐসব সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। এর ফলে 'ভাল-মন্দ' ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের নৈতিক-বিচার অনেক সময় সঠিক হতে পারে না, ভ্রান্ত হয়। আমরা কোন এক চরমতম নৈতিক আদর্শের প্রেক্ষিতে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মাদিকে ভাল অথবা মন্দরূপে বিচার করলেও, ঐ চরমতম আদর্শটি যে কি, সে সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না, এবং থাকে না বলেই আমাদের নৈতিক-বিচার প্রায়শই দোষদুষ্ট হয়। নীতিবিদ্যার প্রধান কাজ হল, চরমতম নৈতিক আদর্শের স্বরূপ নির্ধারণ ক'রে নৈতিক বিশেষণগুলির অর্থ স্পষ্ট ও বিবিক্ত করা। সাম্প্রতিককালের একদল ভাষাবিশ্লেষক নীতিবিদ্‌দের মতে, **নীতিবিদ্যার প্রধান কাজই হল নৈতিক প্রত্যয়সমূহের অস্পষ্ট অর্থকে সুস্পষ্ট করা।**